Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৪ জুন, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২৩ জুন, ২০১৪ ৮ আষাঢ়, ১৪২১

যানজট এড়াতে যান সমস্যায় বর্ধমান শহর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ জুন : ক্রিশক্রশ পদ্ধতিতে শহরের মধ্যে বাস চালু হওয়ার পর জি টি রোড বরাবর ছিল বাসের মিছিল। আর এখন তা বাতিল হওয়ার পর বীরহাটা থেকে শুধু যাত্রীদের মিছিল। কাঠফাটা রোদে হেঁটে হেঁটে বাজার আসা অথবা অন্য যান ধরতে যাত্রীদের বেড়েছে দুর্ভোগ। বেড়েছে খরচের বহর। সেইসঙ্গে পেটে লাথি পড়েছে বি সি রোড, জি টি রোড বরাবর ব্যবসায়ীদের। এজন্য বর্ধমান জেলা ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়।

ক্রিশক্রশ পদ্ধতি তুলে দেওয়ায় জেলা প্রশাসন এবং পুরসভার উদ্যোগে ফাটাফাটি রোদে কার্জনগেটের দিকে হাঁটছেন রিক্সা ধরার জন্য। মা ধরে নিয়ে এসে রিক্সাতে যখন চাপাচ্ছে রিক্সাওয়ালা ভাড়া হাঁকছে ৫০ টাকা, না হলে হাসপাতাল যাবে না। জবকার্ডে কাজ করা স্বামী মোটে ১০০ টাকা দিয়েছে ভর্তি করতে যাওয়ার জন্য। বাধ্য হয়ে রিক্সা করতেই হলো। আর এক যাত্রী দক্ষিণ দামোদরের মিরেপোতা থেকে আসা মন্টু সেখকে ধরলাম। গঞ্জে একটা ছোট্ট ওষুধের দোকান আছে। দৈনিক নিজেই আসেন পাইকারি কিছু ওষুধ কেনার জন্য। প্রখর রোদে বীরহাটা থেকে হাঁটতে হাঁটতে ঘাম মুছতে মুছতে চোখ লাল করে জানালেন, দেখছেন না এখন আমাকে দু'হাতে থলি

বীরহাটা থেকে স্টেশন পর্যন্ত জি টি রোডে কোনো বড় বাস চলবে না। অর্থাৎ দক্ষিণ দামোদরের বাস বীরহাটা হয়ে আলিশা স্ট্যাণ্ডে প্রবেশ করছে, আলিশা থেকে আবার বীরহাটা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে পূর্ব জি টি রোডগামী কাটোয়া, কালনা রুটের বাস নবাবহাট স্ট্যাণ্ডে যাচ্ছে। দু'প্রান্তের স্ট্যাণ্ডের মাঝখানে চলছে মিনি বাস। সরকারিবাস এস. বি. এস. টি. সি চলছে শহরের বাইরে বাইপাস ধরে।

শহরকে যানজট মুক্ত করতে প্রশাসন বাসস্ট্যাণ্ডকে নিয়ে বারে বারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এবার যে পদ্ধতি চালু হয়েছে তাতে বাস মালিক, যাত্রী সাধারণ, ব্যবসায়ী মহল সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত। বিশেষ করে দক্ষিণ দামোদরের যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বেশি। খণ্ডঘোষ থেকে আসা অন্তঃসত্ত্বা মহিলা জরিনা বিবি বীরহাটায় নেমে নিয়ে রিক্সা করতেই হবে। খরচ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? শহরের বাবুদের জন্য এসব ভাবা হয়েছে!

ব্যবসায়ী মহলও ফুঁসছে এই পদ্ধতিতে। ১১ দফা দাবিতে জেলাশাসকের কাছে তাঁরা ডেপুটেশন দেন। তাঁদের কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি এই পদ্ধতি চালু করার সময়ে। তাঁদের দাবি আগের পদ্ধতি রেখে দু'দিকের বাসকে তিনকোনিয়া স্ট্যাণ্ড ছুয়ে যেতে হবে। টাউনসার্ভিসের জন্য আলাদা স্ট্যাণ্ড করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য ক্রিশক্রশ পদ্ধতিতে যানজট হচ্ছে প্রশাসনের নজরদারির অভাবে। কোলকাতায় সরু রাস্তায় বাস, অটো, রিক্সা, ফুটপাত মানুষ সবই থাকে। এখানে শুধুমাত্র বীরহাটা থেকে স্টেশন পর্যন্ত প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। প্রয়োজনে আগামী দিনে বড় আন্দোলনে যাবেন বলে জানান তাঁরা।

রেলভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলা জুড়ে বামপন্থীদের অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ জুন : 'দলতন্ত্র নয় গণতন্ত্র', 'বদলা নয় বদল চাই' এই শ্লোগানেই মানুষ ক্ষমতায় এনেছিলো মা-মাটি-মানুষের সরকারকে। তিন বছরেই মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। একই কায়দায় লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশে আবার 'সুদিন' ফিরে আসছে, মূল্যবৃদ্ধি রোখাই হবে মোদি সরকারের প্রথম কাজ—এই বলে ভোট চান কর্পোরেট-বিজ্ঞাপিত মোদিজি। মানুষও দু'হাত ভরে সমর্থন দিয়েছে। সরকার গড়ে মাত্র ১৫ দিনের মাথায় রেলের ভাড়া ১৪.২ শতাংশ এবং পণ্যমাশুল ভাড়া ৬.৫ শতাংশ বাড়িয়ে বিজেপি তথা এনডিএ জানান দিলো সরকার কীভাবে চলবে। এখনও সাধারণ বাজেট পেশ তো বাকি।

রেলের ভাড়া এবং পণ্যমাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে রাস্তায় নামলো বামপন্থীরা। আগামী দিনে গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেলের দামও বাড়াবে সরকার। জিনিসপত্রের দাম যে আরও আকাশছোঁয়া হবে সেই বার্তা দিতে সারা দেশে লাগাতার আন্দোলনে নামবে বামপন্থীরা।

২১ জুন বর্ধমান জেলার সমস্ত রেল শহরেই অবস্থান বিক্ষোভ করে বামপন্থীরা। বর্ধমান স্টেশন চত্বরে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ নেতা নজরুল ইসলাম, অতনু হুই, শৌভিক চট্টোরাজ এবং আর এস পি নেতা শঙ্কর মুখার্জী। সভাপতিত্ব করেন সি পি আই(এম) জোনাল সম্পাদক তাপস সরকার।

শিল্পাঞ্চলেও মানুষ পথে নামে রেলভাড়া এবং পণ্যমাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে। নিত্যযাত্রীরাও সামিল হন দুর্গাপুর, আসানসোল, রানিগঞ্জ প্রভৃতি রেলস্টেশনে। বিক্ষোভ সভা হয় কুলটি ও নিয়ামতপুরেও। রানিগঞ্জে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কল্লোল ঘোষ, হারাধন ঝা, গীতা মুখার্জী, গৌরব ধল্ল, দিব্যেন্দু মুখার্জী।

মেমারি স্টেশনেও বিক্ষোভ দেখায় সি পি আই(এম) মেমারি জোনাল কমিটি। এখানে অনেক সাধারণ মানুষ এবং নিত্যযাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, অভিজিৎ কোঙার, মণীষা চক্রবর্তী এবং পিযূষ বিশ্বাস।

স্টেটব্যাঙ্ক কর্মীদের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ জুন : রক্ত ঝড়ছে প্রতিদিন। মানুষ মরছে রক্তের অভাবে। রক্তের অভাব দূর করতে রক্তদানের আয়োজন করলো এস. বি. আই স্টাফ এ্যাসোসিয়েশন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। ধারাবাহিকভাবে নবম রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য প্রধান অতিথি ডঃ ষোড়শী মোহন দাঁ। রক্তদানে উৎসাহিত করতে অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিত্ত আধিকারিক পার্থ ঘোষ, সংগঠনের ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি সৈয়দ মকবুল আহমদ, ব্যাঙ্ক কর্মচারী এ্যাসোসিয়েশনের দীপ্তি দত্ত। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্যোগে প্রায় ১০০ বোতল রক্ত সংগৃহীত হয়। স্টাফ সহ পরিবার পরিজন এই রক্তদানে সামিল হন।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিবাদে ডেপুটেশন রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২০ জুন : অস্বাভিক লোডশেডিং, গ্রাহকদের হয়রানির বিরুদ্ধে ও বিপজ্জনক ইলেকট্রিক পোল ও তার -এর দ্রুত মেরামতের দাবি নিয়ে আজ ডি ওয়াই এফ আই এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে পোস্ট অফিস ময়দান থেকে মিছিল করে যুব-মহিলা সহ সাধারণ মানুষ রানিগঞ্জ ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে ডেপুটেশন দেন। হেমন্ত প্রভাকর, দিব্যেন্দু মুখার্জী, মঙ্গল হেমব্রম, গীতা মুখার্জী, অপর্ণা গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাঁরা দাবি করেন গত কয়েকদিন পূর্বে ঝড়বৃষ্টিতে প্রায় ৩২ ঘন্টা সমগ্র রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে লোডশেডিং-এর ফলে অন্ধকার নেমে আসে। এদিন ডেপুটেশনে দেখা গেল আধিকারিক ধৈর্য ধরে সাধারণ মানুষের কথা শোনেননি। এক মহিলা তাঁর সমস্যার কথা জানাতে গেলে আধিকারিক তাঁর কাগজ পত্রগুলি ছুঁড়ে দেন। এ ধরনের আচরণে হতবাক সকলেই। সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় আগামীদিনে সমস্যার সমাধান না হলে বড় ধরনের আন্দোলনে নামা হবে।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানালো এ বি টি এ বর্ধমান জেলা শাখা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ জুন : উৎকর্ষকে আরো প্রসারিত করতে এবং তাকে সমাজের কাজে লাগাতে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানালো এ বি টি এ বর্ধমান জেলা শাখা। ২২ জুন আমোদ বিহারী বসু ভবনে জেলার ১৪ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে স্মারক, বই, পেন দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরা প্রত্যেকেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং মাদ্রাসাতে রাজ্যের মেধা তালিকায় স্থানাধিকারী।

সভায় কৃতীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক অধিক্রম সান্যাল, রাজ্য সভানেত্রী কবিতা চ্যাটার্জী, জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত গুপ্ত। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী। এছাড়া উপস্থিত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরাও সভাতে তাদের প্রতিক্রিয়া জানায়। ভবিষ্যতে যাতে সমাজের কাজে লাগতে পারে তারও প্রতিশ্রুতি দেয় তারা। মনোরম পরিবেশে মনোরম গান গেয়ে শোনান প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তপপ্রকাশ ভট্টাচার্য।

হাটগোবিন্দপুরে ধৃত সি পি আই(এম) কর্মীদের জামিন মঞ্জুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ জুন : বর্ধমান সদর থানার হাটগোবিন্দপুরে এক সংঘর্ষ ও খুনের ঘটনায় পুলিশ এলাকার ১৪ জন সি পি আই(এম) কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা জেলা ও দায়রা আদালতে জামিনের আবেদন করেছিল। আজ সেই আবেদনের শুনানিতে দু'পক্ষের সাওয়াল শুনে জেলাও দায়রা বিচারক পবনকুমার মণ্ডল ধৃতদের জামিন মঞ্জুর করেন।

মননে, চিন্তনে, শ্রেষ্ঠ শারদ সম্ভারে আমরা আছি থাকবো
জিতবো পাঠকের ভালোবাসায়

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০১৪

প্রকাশিত হবে মহালয়ার আগেই সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে

- ☐ আপনিও পাঠাতে পাড়েন আপনার মূল্যবান প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও ছড়া, রম্যরচনা, ভ্রমণবৃত্তান্ত ।
- ☐ কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।
- ☐ জেরক্স বা কার্বন কপি বিবেচনাযোগ্য নয়।
- ☐ সরাসরি আমাদের email-এ লেখা পাঠাতে পারেন। তবে হার্ড কপিও পাঠাতে হবে।

সম্পাদক
নতুন চিঠি
৬২ বি সি রোড, বর্ধমান -১

email:
weeklynatunchithi@gmail.com
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২৩ জুন, ২০১৪

‘সু’ দিন আসছে?

ভোরেই নাকি মেলে দিনের পূর্বাভাষ। রেলের ‘কু’ দিয়ে ভারতের নব প্রধানমন্ত্রীর বহুবিজ্ঞাপিত ‘সু’দিনের যে সূচনা হলো, তা কোন পূর্বাভাষ দিচ্ছে? কয়েকদিন পরেই রেল বাজেট পেশ হবে সংসদে। কিন্তু মোদি সরকারের সেটুকু তরও সইলো না। সরকারি ঘোষণা মারফত রেল ও পণ্যমাশুলের ভাড়াকে এতটাই বাড়িয়ে দিলেন যে চতুর্দিকে ত্রাহি ত্রাহি রব শুরু হয়ে গেছে। সরকার সাফাই দিচ্ছে, এই ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নাকি পূর্বতন ইউ পি এ সরকারই নিয়ে রেখেছিল, এ সরকার তা কেবল কার্যকর করেছে। এ সাফাই হাস্যকর, কেননা বর্তমান সরকার কি পূর্বতন সরকারেরই বাধ্য উত্তরাধিকারী? পূর্বতন সরকারকে অক্ষম ও জনস্বার্থ বিরোধী বলে ধিক্কার দিয়ে এবং নির্বাচনী লড়াইয়ে সংহার করে মোদিজির নেতৃত্বাধীন বিজেপি তথা এন ডি এ সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে। সেই সরকারের ফেলে যাওয়া কাজ সম্পন্ন করতে বর্তমান সরকারের এতো তৎপরতা কেন? বাজেট পর্যন্তও কেন অপেক্ষা করা গেল না? আসলে বাজেট-বিতর্কের ধাক্কা এড়িয়ে, সংসদের উভয় কক্ষের সম্মতি লাভের হুজ্জোতি এড়িয়ে কোষাগার স্ফীত করার এই অপকৌশলটাই নিয়েছে বর্তমান সরকার।

কিন্তু মানুষকে কি এতটাই মূর্খ ভাবেন মোদিজি? অনেক দিন রেলের ভাড়া বাড়েনি। বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবে না। তা বলে এই হারে বৃদ্ধি—যেখানে নিত্যযাত্রীদের মান্থলি টিকিটের দাম এক ধাক্কায় দ্বিগুণ? সংসদকে এড়িয়ে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি মানুষ কিছুতেই মেনে নেবে না। দিকে দিকে তাই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠছে।

এ কীসের ইঙ্গিত? আগামী দিনে কার স্বার্থে কোন লক্ষ্যে এগোবে এই সরকার? সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা বললেও আসলে দেশি ও বিদেশি মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের স্বার্থের ‘সুদিন’ আনতেই সরকার তৎপর হচ্ছে, তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে। রেলেও নাকি বেসরকারি বিনিয়োগের কথা ভাবছে এই সরকার। নতুন সরকারের শুরুতেই তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে মানুষ। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ছাড়া অন্য পথ নেই।

শক্তিগড়-বড়শুল বেহাল রাস্তায় পথ অবরোধ করে রান্না

নিজস্ব সংবাদদাতা, শক্তিগড়, ১৯ জুন : দীর্ঘদিন ধরে শক্তিগড়-বড়শুল রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। বারে বারে রাস্তা মেরামতের দাবি করা হলেও শুধুমাত্র প্রশাসনিক আশ্বাস ছাড়া কিছুই হয়নি। তাই স্থানীয় মেয়েরা পথ অবরোধের সিদ্ধান্ত নেন। মহিলারা শুধু রাস্তা অবরোধই করেননি, এই রাস্তাতেই রান্না করে গণভোজন করালেন। এলাকার সর্বস্তরের মানুষ মহিলাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ২০ তম ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে? দেশটি কোন মহাদেশে?

২. ব্রাজিল নামটি কোথা থেকে এসেছে? ব্রাজিলের রাজধানী কোথায়? এই শহরের স্থপতি কে ছিলেন? এই শহরের বৈশিষ্ট্য কী?

৩. ব্রাজিলের প্রধান নদীর নাম কী? এছাড়া আর কী কী নামের নদী আছে?

৪. ব্রাজিলের কৃষিজ সম্পদ কী কী?

৫. ব্রাজিলের শিল্পসম্পদ কী কী?

৬. ব্রাজিলের শাসন ব্যবস্থা কীরূপ? কবে স্বাধীন হয়? পার্লামেন্টের নাম কী? মুদ্রার নাম কী?

৭. ব্রাজিলের প্রধান ধর্ম কী?

৮. ব্রাজিলের প্রধান ও সরকারি ভাষা কী?

৯. ব্রাজিলের সর্বোচ্চ পর্বতশিখরের নাম কী? উচ্চতা কত?

১০. ব্রাজিলের প্রাণীজ সম্পদ কী কী?

১১. ব্রাজিলের জাতীয় পাখি, জাতীয় পশু, জাতীয় ফুলের ও জাতীয় ফলের নাম কী?

১২. ব্রাজিলে এর আগে কবে কততম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়? ব্রাজিল কোন কোন সালে বিশ্বকাপ জয় করে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

সকলের মূলে কমিউনিস্টি

সুনামী গুপ্ত

পশ্চিমবাংলায় এই সময়কালে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি সুপরিচিত ছড়ার কথা মনে পড়ছে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে যখন কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি এবং প্রশাসন তথা শাসকশ্রেণি কমিউনিস্ট পার্টি ও বিভিন্ন গণ-সংগঠনের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালাচ্ছে, তখনই অন্নদাশঙ্করের কলম ঝলসে উঠেছে। তীক্ষ্ণ শ্লেষভরা এই ছড়া বা কবিতার নাম — ‘গিন্নী বলেন’। রচনাটির শুরুতেই আছে—

‘যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি
সকলের মূলে কমিউনিস্টি।
মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি
গোড়ায় কে তার কমিউনিস্টি।’

শাসকশ্রেণির কমিউনিস্টদের প্রতি বিদ্বেষ চরমভাবে কুৎসা ও অপপ্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

অন্নদাশঙ্কর কমিউনিস্ট ছিলেন না, বরং গান্ধীবাদের দিকেই তাঁর ঝোঁক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছের মানুষ। তবু তিনি ছিলেন সত্যান্বেষী। তাই সেই সময়কালের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সত্যকে তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এই কালোত্তীর্ণ ছড়ার মাধ্যমে। এই ছড়াটিকে নতুন করে পাঠ এবং বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার তাৎপর্যে মনে রাখার সঙ্গত কারণ রয়েছে। ছড়াটিতে আছে যে পাবনা বন্যায় ভেসে গেলে, প্লেগের প্রকোপ বাড়লে, সংস্কৃতির বিপর্যয় হলে কমিউনিস্টদের ওপর যেন দোষারোপ করা হয়। এমনকি মেয়েরাও এই দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেধে গুলি খায়। (কোলকাতার রাস্তায় এই ১৯৪৯ সালেই লতিকা, প্রতিভা, অমিয়া, গীতা বন্দীমুক্তির মিছিল করতে গিয়ে শহিদ হয়েছিলেন।)

কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষ এবং কমিউনিস্টদের প্রতি তৎকালিক সহানুভূতির সঙ্গে বলছেন—

‘যেদিকেই পড়ে আমার দৃষ্টি
সেদিকেই দেখি কমিউনিস্টি।
তাই বসে বসে করছি লিস্টি
এ পাড়ায় কে কে কমিউনিস্টি।’

১৯৪৯-এর পর কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস অনেকেরই জানা। পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই অজানা নয় যে ১৯৬২, ’৬৭, ’৬৯ এই সময়কাল জুড়ে অনেক নির্যাতন, কুৎসা-ঘৃণার অভিযানকে প্রতিরোধ করে কেমন করে কমিউনিস্টদের জীবন ও আদর্শ সাধারণ মানুষের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়েছিল। ইংরেজ আমলে রাশিয়ার দালাল, কংগ্রেসি জামানায় চীনের দালাল, পাকিস্তানের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে কমিউনিস্ট দলনে যারা হাত পাকিয়েছিল, তাদেরই উত্তরপুরুষেরা সত্তরের দশকের আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস কায়েম করে ’৭১ -এর ফলাফলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ’৭২-এর জালিয়াতির ভোটে কেমন করে ক্ষমতাসীন হয়েছিল, সে ইতিহাসও অজানা নয় কারুর। পাঠক স্মরণ করুন, কোলকাতায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু খুন হয়ে গেলেন আর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বললেন—এই কাজ সি পি আই(এম)-এর। তখন বোধ করি পুলিশের গন্ধ-শুঁকে অপরাধী ধরার কুকুরের দরকার হত না। অক্লেশে, অম্লানবদনে সিদ্ধার্থবাবু কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দিলেন। এতে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে শাসকশ্রেণির নিয়োজিত গুণ্ডারাই এই কাজ করেছে। অধুনা গত তিন-চার বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় ২০০ জনের মতো সি পি আই(এম) নেতা ও কর্মীকে খুন করা হয়েছে। তৃণমূলি প্রশাসনের পুলিশ কোনও অপরাধীকে ধরতে চায়নি। তাই খুনি-গুণ্ডারা বুক চিতিয়ে বেড়াচ্ছে। আর নিহতদের পরিবার পরিজন প্রতিনিয়ত আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। এমনকি বিচারকরা ভৎর্সনা করলেও প্রশাসনের কোনও টনক নড়ে না এই রাজ্যে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া নবান্নে বাম-প্রতিনিধিদের এক ধরনের কথা বলেন এবং বিধানসভায় অন্য কথায় বলেন—এই সব খুন বা হানাহানির ঘটনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, পারিবারিক কারণেই ঘটেছে, তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না এক ভয়ঙ্কর দানবীয় গোয়েবলসীয় মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রশাসন তার দায় এড়িয়ে যাচ্ছে।

গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে নারকীয় তাণ্ডব চলছে, তার বাণীরূপ দেওয়ার জন্য অন্নদাশঙ্করের অভাব অনুভব করছি। হায় রবীন্দ্রনাথ, আপনার মতো এই সময়ে কে আর বলবে—‘বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে’ কিংবা ‘শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন’।

এই রাজ্যে মণিরুল, অনুব্রত, আরাবুলেরা ‘সারদা’ অথবা তৃণমূলিদের প্রসাদধন্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে নমস্য। তাই কলম সরছে না, ছবি আঁকা হচ্ছে না, মিছিলে মিছিলে প্রতিবাদের কণ্ঠ আর শোনা যাচ্ছে না। দলীয় কোন্দলে যে সব তৃণমূলি খুন হয়ে যাচ্ছে, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা হলেও, প্রশাসন ও শাসকদল সেক্ষেত্রে সি পি আই(এম) এবং বামফ্রন্টকে দায়ী বলে চিহ্নিত করছে। এফ আই আর যে কতভাবে লেখা যায়, পুলিশ-কর্তৃপক্ষ শাসকদলের নির্দেশে তা ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছে। রায়দিঘির ঘটনায় তৃণমূলিদের ঘাতকগোষ্ঠীর লোকজনেরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কান্তি গাঙ্গুলীর মতো জনপ্রিয় নেতাসহ স্থানীয় সি পি আই(এম) নেতৃত্বকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। ভদ্রেশ্বরে জুটমিলের মালিক খুন হয়ে গেলেন আর মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্করের যোগ্যতমা শিষ্যার মতোই বললেন—সি পি এম (থুড়ি, এর সঙ্গে বি জে পি-কেও জোড়া হয়েছে) এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। একের পর এক জুটমিল বন্ধ হয়েছে, কথায় কথায় ‘সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক’-এর নোটিশ ঝোলানো হচ্ছে নানা কারখানায়, বন্ধ কারখানাগুলো খোলার কোনও সম্ভাবনা নেই, নতুন শিল্প গড়ে উঠছে না, এক দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে কাটছে সাধারণ মানুষের জীবন। তবুও ওঁরা ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে নানা ছলচাতুরি করে ৩৪টি আসন পেয়ে, গণতন্ত্রের সর্বনাশ করে, মিথ্যা-কুৎসার প্রচার অব্যাহত রেখে ভাবছেন—‘এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।’

না পাঠক, এভাবেই ওদের দিন যেতে পারে না। শোষণ থাকবে, বঞ্চনা থাকবে—অথচ মানুষ লড়াই থামিয়ে রাখবে—এটা কোনওদিন হয়নি, হতে পারেও না। কেন্দ্রে মোদী সরকারের মুখোশ খসে পড়ছে—পড়তেই থাকবে। দুর্বিষহ মূল্যবৃদ্ধি আরও বাড়তেই থাকবে, মুদ্রাস্ফীতি আকাশছোঁয়া হবেই। মূল বাজেট, রেল বাজেটের আগে যেভাবে রেলের সমস্তস্তরে ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং কার্যত কর্পোরেট-জগতের নীতি-দুর্নীতির মৌতাতে মোদী আমোদিত হয়ে রয়েছেন, তাতে এই মহান দেশের দুর্দশা আরও বাড়তেই থাকবে। ক্রমে ক্রমে এইসব লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর পশ্চিমবাংলার সরকার, তার প্রশাসন ও দলবল নিয়ে যে লুম্পেনদের পরিপুষ্ট করে তুলছে, তাকেও সর্বাত্মক ভাবে প্রতিরোধ করতেই হবে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কোনও বিকল্প নেই—‘নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।’

এই সময়কালে, এই পশ্চিমবাংলায় যে অপশক্তির রাজত্ব চলছে, সেই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট (মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ‘ছোট্ট’ কথাটি খুব পছন্দ করেন) চার লাইনের কবিতা বা অ-কবিতা শুনিয়ে এই প্রতিবেদন আপাতত স্থগিত রাখছি :

কল্পদানব গড়েছো নিজেরই হাতে,
দাও নি যে তাকে
ছিটেফোঁটা ভালোবাসা,
সে দানব আজ তোমারই মুণ্ডু কাটে,
তোমারই সৃষ্টি নাচে থৈ থৈ,
এমনই সর্বনাশা!

২ ঘন্টায় বৃষ্টিতে ডুবলো কালনা পুর এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ জুন : মাত্র ২ ঘন্টার বৃষ্টিতে ডুবলো কালনা শহর। ২ ঘন্টার বৃষ্টির চব্বিশ ঘন্টা পরও ডুবে রইলো ১৩ নং ওয়ার্ডের পান্থনীড় গেস্ট হাউস চত্বর, ১২ নং ওয়ার্ড ও ১৬ নং ওয়ার্ডের এস টি কে রোড চত্বর। ফলে চরম বিপাকে পড়েছে কালনা শহরবাসী। কোনো হেলদোল নেই কালনা পুরসভার। নিকাশি নালাগুলি পরিষ্কার না করা ও শহরের বেশ কিছু পুকুর বুজিয়ে দেবার ফলেই এই দুর্ভোগ বলে প্রাক্তন পুরপ্রধান গৌরাঙ্গ গোস্বামী মন্তব্য করেছেন।

কালনা হাসপাতালের পরিষেবা উন্নয়নের দাবি সি পি আই(এম)-এর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ জুন : পুলিশি লাঠি চার্জ ও বাধা অতিক্রম করেই কালনা মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবা উন্নয়নের দাবিতে স্মারকলিপি দিল সি পি আই(এম) কালনা শহর কমিটি। বর্তমানে ছোটখাটো রোগেও রোগীকে কালনা হাসপাতাল থেকে বর্ধমানে ‘রেফার’ করা হয়। ফলে ঐ হাসপাতাল ‘রেফার হাসপাতাল’ নামে খ্যাত হয়ে গেছে। এই অচলাবস্থা দূর করতেই আজ এই বিক্ষোভ সমাবেশ ও ডেপুটেশন। কিন্তু অবস্থান বিক্ষোভ চলাকালীন কালনা পুলিশ বাহিনী জমায়েতকারীদের ছত্রভঙ্গ করার কাজে নামে। মাইক বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা অকুতোভয়ে পুলিশের মোকাবিলা করে মিছিল সহকারে। স্মারকলিপি তুলে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন করুণা ভট্টাচার্য, রাধেশ্যাম দাস, সঞ্জিত ব্যানার্জী, অরুণাভ চক্রবর্তী, স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ।

গ্রাহক/পাঠকদের প্রতি

নতুন চিঠিতে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, ফিচার সহ যে-কোনো সমস্যা ও সমসাময়িক বিষয়ে চিঠিপত্রের আহ্বান জানানো হচ্ছে। সাদা ফুলস্কেপ কাগজে মার্জিন রেখে চিঠিপত্র পাঠান পত্রিকার ঠিকানায়। **—সম্পাদক**

অন্য সংস্কৃতি

গল্প

বরপক্ষ

সুশান্ত কুমার ঘোষ

গাড়িটা বন্দীপুর মোর আসতেই ওরা পথ আটকাল। ওরা অর্থাৎ কয়েকজন পুলিশকর্মী এবং তাদের রক্তে মিশে থাকা কয়েকজন ভূমিপুত্র। কে এলো, কে গেলো, পুলিশবাবুরা বুঝবেন কেমন করে। চেনা এবং চেনানোর দায় বুঝে নিতে তাই মিলেমিশে সব একাকার। বাইরের কারোর পক্ষে আলাদা করা সম্ভব নয়। এলাকার লোকজনই গভীর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে না দেখলে কাঁচ আর ক্রিস্টালের পার্থক্য করতে পারে না। মিশেলের মিল এমনই নিখুঁত। সেই মিলমিশের ঘেরাটোপে আটকে গেল বন্দীপুরগামী গাড়িটা।

সেরোপাড়া, বেড়াচাপরা, উচ্ছেদগড়, নিকাশপুর প্রভৃতি দশবারোটি গ্রামে যাওয়ার এটাই একমাত্র পথ। ওপাশে নদী। তার ওধারে ভিনদেশ। বছরের অন্য সময়ে মেঠো পথে লোকজন যাতায়াত করতে পারলেও, বর্ষায় মাঠঘাট জলে ডুবে থাকে। কোথাও কোমর-ডোবা তো কোথাও সাঁতার জল। জলের বুকেই দাঁড়িয়ে থাকে লম্বা লম্বা পাট গাছ। সুতরাং বর্ষার সময় ওটা কোনোভাবেই কারো কাছে আর পথ থাকে না। পথ তখন একটাই। আর সে পথে আসতে গিয়েই গাড়ি পড়লো ঘেরা। মোহন হালদার ছিলেন গাড়ির পিছনে সাইকেলে। গাড়িটা দাঁড়াতেই তিনি এগিয়ে এলেন। ওরা তখন চারপাশে ঘিরে শকুনির চোখে জরিপ করছে গাড়ির অন্দর। অতি দ্রুত পদে ভিড় ঠেলে মোহনবাবু এগিয়ে এসে বললেন—'আরে ছাড়ুন ছাড়ুন। ওনারা আমার অতিথি। আমার মেয়ের আজ পাকা দেখা কি না। ওনারা হলেন বরপক্ষ।' গাড়ির আরোহী পাঁচজন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভাগ্যিস মোহনবাবু সময় মতো এসে পৌঁছেছিলেন! নয়তো কী হত কে জানে। জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব দিতেন। ভাবা তো ছিল না আগের থেকে কিছু। কয়েক মুহূর্ত এদিক ওদিক হলে সব যেত ভেস্তে। ভদ্রলোকের সময়জ্ঞান আছে বলতে হবে। মাথায় বুদ্ধিও ধরেন। বিপদ কালে বুদ্ধিনাশই বিধেয়। এক্ষেত্রে তা হল না। বিপদকালে তারণ গেল জুটে।

মোহন হালদারের কথা শেষ হতেই ক্যাম্পের বড়বাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। বুঝতে পারছেন তো, এলাকা সিল করা আছে। আমাদের ডিউটি পালন করতে হয়। উপরমহলের কড়া হুকুম ...' বলে গাড়ি ঘিরে থাকা লোকজনদের রাস্তা ছেড়ে দিতে বললেন। বড়বাবুর অনুমতি পাওয়া মাত্র মোহন হালদার তাকে নমস্কার জানিয়ে সাইকেলে চেপে বসলেন। কালক্ষেপ না করে গাড়িটিও মোহনবাবুকে অনুসরণ করলো।

ক্যাম্প কি আর এমনি এমনি বসেছে। প্রশাসন এখানে কঠোর। আগন্তুকের অনুপ্রবেশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। সেই কঠিন ব্যূহ ভেদ করে ওনারা গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন, ভাবতে পারেননি। সেটা পারলেন কেবলমাত্র মোহনবাবুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যই। পরিকল্পনায় যে মস্ত বড় ফাঁক ছিল, গাড়ির আরোহীরা এতক্ষণে সেটা টের পেলেন। আরোহী পাঁচজনের দু'জন মহিলা—বয়স চল্লিশের উপরে। পুরুষের দলে তিরিশের সঙ্গে পঞ্চাশ মিশে আছে।

মোহন হালদার বাক্‌চাতুর্যে ক্রিস্টালের মন জয় করলেও কাঁচের মনে জাগিয়ে তুললেন গভীর সংশয়। ক্লিস্টালেরা মোহনবাবুকে চেনেন না, কাঁচেরা তো চেনেন তাঁকে। গাড়িটা চলে যেতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। পাকা দেখা! ব-ড়-মেয়ে! তাও আবার মোহন হালদার! না, তারা নির্ঘাৎ উল্লু বনে বসে আছে। ফাঁদ কাটা গেলে বড়দা তাদের আস্ত রাখবে না। কাঁড়ি কাঁড়ি গান্ধিমার্কা কাগজ গিলছে বজ্র কঠিন আঁটুনি বাঁধার জন্য। শেষে গেড়োয় ফাঁক! আর অপেক্ষা করলো না। দু-তিনটে বাইক ছুটলো বন্দীপুরের দিকে।

বরপক্ষের গাড়ি এসে থেমেছে মোহন হালদারের বাড়ির কাছে। বাড়ির ভিতরে চলছে পাকা দেখার পর্ব। তবে দেখার নিয়ম এখানে উল্টো। মহিলা অতিথি দু'জন দাওয়ায় বসে আছেন মহিলাবেষ্টিতা হয়ে। পুরুষেরা ঘরের ভিতরে। সেখানে আর কারা আছে অনুসরণকারীরা সেটা ঠিক ঠাওর করতে পারলো না। তবে হালদারবাবুর বড় মেয়ে কনে সেজে মহিলা মহলের মধ্যমণি হয়ে বসে আছে। হাসি খলখল মহিলা মহল। অবিশ্বাস করে কেমন করে। চোখের দেখা, কানে শোনা।

ওরা দু'বছর ধরে এই কাজ করছে। চক্রব্যূহের ধাঁধা পেরিয়ে, শ্যেনদৃষ্টির নজর এড়িয়ে আগন্তুক বা এন. জি. ও তো দূরের কথা চতুর সংবাদমাধ্যমও এখানে ঢুকতে পারেনি। ওরা বরপক্ষই হবে। নয়তো বড়দা ঠিক ...।

তিন বছরে সাতটা ধর্ষণ, চারটে খুন। প্রথম ধর্ষণে নীরব ছিল অঞ্চল। দ্বিতীয় ধর্ষণের পরেই নড়েচড়ে বসলো জনপদ, উঠলো গর্জন। গড়ে উঠলো প্রতিবাদী মঞ্চ। প্রতিবাদের দৌড়ে লাগাম টানতে ঘটলো প্রথম খুন। থেমে গেল গর্জন। সারো এলাকায় নেমে এল শ্মাশানের নীরবতা। সন্ত্রাস হলো উল্লসিত, বেপরোয়া, লাগামছাড়া। সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চলে ঘটে চললো একের পর এক ধর্ষণ, খুন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ। ত্রাহি ত্রাহি রব চারদিকে। পরিপার্শ্ব গর্জে উঠলো। বসলো ক্যাম্প। বাইরের জগতের সঙ্গে এই অঞ্চলের দরজা হলো বন্ধ। তারপর থেকেই দিশেহারা এই অঞ্চল। পথের দিশা যারা দেখাচ্ছিল, তারা আর পৃথিবীতে নেই।

মুক্তাঞ্চলে মহোল্লাসে খেলে যাচ্ছে ওরা। মুক্তাঞ্চল মুক্ত করতেই বরপক্ষের আগমন। মহিলা মহলকে দাওয়ায় রেখে অন্দরে ওরা খুঁজে নিচ্ছে মুক্তির পথ। আগামীকাল হালদারবাবু যাবেন ঘেরোপাড়ায় অবিনাশের বাড়ি এ খবর পৌঁছে দিতেই। অবিনাশ যাবে উচ্ছেদগড়ে মোমিনের বাড়িতে। মোমিন যাবে বেড়া পাড়ায় হিমেশের বাড়ি। কনে উদ্ধার হবেই এবার—কাল অথবা পরশু।

দুর্গাপুরের লেখক-শিল্পী পরিচিতি

কৌশিক বিশ্বাস

বর্ধমান জেলার দামোদরের তীরে লাট গোপীনাথপুরে ১৮৫৫ সালে দুর্গাপুর রেল স্টেশনের নামকরণের মধ্য দিয়ে দুর্গাপুর নামের সূচনা। তবে, তারও প্রায় ১০০ বৎসর পরে আধুনিক শিল্পের হাত ধরে স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পিত শহর দুর্গাপুরের নবজন্ম হয়। সেই সময় থেকে দুর্গাপুরে যে বৈচিত্র্যময় মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, সেই বাঁকে আধুনিক দুর্গাপুরের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্রষ্টাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করার জন্য এই প্রয়াস। তবে বিগত ৬০ বৎসর ধরে দুর্গাপুরের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্রষ্টাদের অনেকে আজ প্রয়াত অথবা দুর্গাপুর ছেড়ে চলে গেছেন। তাই, এই জীবনী সংকলনে অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে। জীবিতদের সাক্ষাতের ভিত্তিতে এই জীবনী সংকলনের কাজ চলছে। পাঠককুলের আন্তরিক সুপরামর্শে সংকলনের কাজ নিখুঁত করে তোলা যাবে, এই বিশ্বাস আছে।

সঙ্গীতশিল্পী
বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত

দুর্গাপুরের শিল্পী মহলে ও সঙ্গীতজগতে এক অতি পরিচিত নাম বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতার অধিকারী বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত দ্বিজেন্দ্র রজনীকান্ত অতুল গীতি, কীর্তন, লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত শিল্পী হিসেবেও সমানভাবে সাবলীল। গত চল্লিশ বছর ধরে একাধারে সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতশিক্ষক হিসাবে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধতা তিনি তাঁর জীবনের অন্যতম প্রেরণা বলে মনে করেন।

১৯৫৪ সালের ১১ ডিসেম্বর কলকাতায় বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। বাবা পরিমল সেনগুপ্ত ও মা মিনতি সেনগুপ্ত উভয়েই প্রয়াত হয়েছেন। দুজনেই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বাধীনোত্তর ভারতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত শৈশবে ১৯৬০ সালে পিতার কর্মসূত্রে দুর্গাপুরে আসনে এবং তারপর থেকে দুর্গাপুরেরই স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯৭৪ সালে সাহিত্যে স্নাতক হন। শৈশবেই সঙ্গীতশিক্ষার হাতেখড়ি হয় বাবার বাল্যবন্ধু সুখেন্দু গোস্বামীর কাছে। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তালিম নিয়েছেন সুখেন্দু গোস্বামী, নীলরতন কুমার ও প্রকাশ বিশ্বাসের কাছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন নিখিলচন্দ্র বর্ধন ও চিন্তামণি ভট্টাচার্যের কাছে। কীর্তন ও লোকসঙ্গীত শিখেছেন যথাক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ও সত্যেন রায়ের কাছে। এবং গণসঙ্গীত শিখেছেন কৃপাণ রায়ের কাছে। কৃতিত্বের সাথে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সর্বভারতীয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। সঙ্গীতের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ১৯৭৬ সালে ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনে আধিকারিকের পদে চাকুরি পেয়েও তিনি গ্রহণ করেন নি। ১৯৭৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'রম্যবীণা'—যা দুর্গাপুরে অন্যতম এক সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষক ও বিভিন্ন সঙ্গীত অ্যাকাডেমির বোর্ড অব স্টাডিজের সদস্য বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত সক্রিয়ভাবে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, অখিল ভারতীয় সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক সংসদ, স্বগত সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি সংস্থার সাথে যুক্ত।

সঙ্গীতশিল্পী-শিক্ষক বুদ্ধদেব সেনগুপ্তের প্রায় শতাধিক সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষা চেতনা সমিতি, টেগোর কালচারাল সোসাইটি, সুরভারতী (কোলকাতা), কলাকেন্দ্র (ঝাড়খণ্ড), সুরধনী (বহরমপুর), স্বামী হরিদাস সঙ্গীত বিদ্যালয় (মতিহারি, বিহার) সহ বিভিন্ন জায়গায় সংবর্ধিত বুদ্ধদেব সেনগুপ্তের বহু খ্যাতনামা ছাত্র-ছাত্রী বাংলার গণ্ডী ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। উল্লেখযোগ্যের দীর্ঘ তালিকায়, সুজয় ভৌমিক, সোনালী দত্ত, সুস্মিতা দত্তরায়, নন্দিনী চৌধুরী, ঋতুকণা ভৌমিক, প্রণব মুখোপাধ্যায়, অদিতি দাসগুপ্ত, দেবদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০১০ সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেব সেনগুপ্তের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবাম, 'গভীর গহনে' শ্রোতাদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

সঙ্গীত ও সুস্থ সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধ অকৃতদার শিল্পী, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সঙ্গীতশিক্ষক হিসাবে বারেবারে ছুটে গেছেন সংশোধনাগারে বন্দীদের গান শেখানোর জন্য। দুর্গাপুরে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে তাঁর অবদান এককথায় বলা যায় অসামান্য।

'বর্ষামঙ্গল'-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ জুন : বর্ধমান টাউন হলে বর্ধমান সৃজনমনের সমন্বয় মঞ্চ 'উজান'-এর উদ্যোগে টাউন হলে ২১ ও ২২ জুন দু-দিন ব্যাপী কথা-গানে, সুরে, কবিতায়, ছবিতে, নৃত্যের মধ্যে দিয়ে পালিত হলো বর্ষাবরণ অনুষ্ঠান 'বর্ষামঙ্গল'। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন গৌতম তা। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন দেবেশ ঠাকুর, শ্যামলবরণ সাহা এবং মানব বন্দ্যোপাধ্যায়। যেসব শিল্পী অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাপস মিত্র, শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার, রাগেশ্রী দাস, আমজাদ হোসেন, ভারতী দাস, চন্দা চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু চক্রবর্তী, শর্মিতা সামন্ত, সুদেষ্ণা আচার্য, অনির্বাণ বিশ্বাস, শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি মজুমদার, হরদ্যুতি পোদ্দার প্রমুখ। এছাড়াও অংশগ্রহণ করে প্রতিভা কালচারাল সেন্টার, মোহিনী নৃত্যকলা,রঞ্জিনী, ভারতীয় গণনাট্যসংঘ, মনিপুরী কলাকেন্দ্র, ঘুঙুর কথা প্রভৃতি শিল্পী সংগঠনগুলিও। এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ছিলেন শ্যমলবরণ সাহা—বর্ষা ছাতা নক্সা কাটা। ছাতার উপর নক্সা আঁকেন ক্ষীরোদবিহারী ঘোষ, প্রদ্যুৎ পাল, কুশল বণিক, শ্রদ্ধা অধিকারী ও ইন্দ্রানী দত্ত।

পুস্তক সমালোচনা

চেনা অচেনার এই বাঁধার দুনিয়ায়

স্বপন ঘোষচৌধুরী

অনেকেই আসে, কেউ চেনা কেউ অচেনা। কেউ আবার উপস্থিত হয়ে ক্রমশ নিজের পরিচয় প্রকাশ করে ভয়ঙ্কর রকমের চেনা হয়ে ওঠে। এই আসা যাওয়ার মধ্য দিয়েই তো বয়ে চলে জীবন আর এই জীবনস্রোতেই অবিরাম ভেসে যাচ্ছি আমরা, আবার ডুবেও যাচ্ছি কেউ কেউ। এই নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে বেঁচে থাকা মানুষের সুখ-দুঃখর কথা নিয়ে শেখ জয়নাল আবেদীনের কাব্যগ্রন্থ 'যে এলো চেনা সে' যেন চোখে আঙুল দিয়ে চেনা-অচেনার পার্থক্য নির্ভুলভাবে দেখিয়ে দেয়।

চেনা। যে চেনার কথা কবির কথায় উঠে এসেছে, ফুটে উঠেছে তা ভয়ঙ্কর রকমের চেনা, পদে পদে চেনা। এই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই অস্ফুট বেদনার কাব্যময় প্রকাশ। প্রবীণ এই কবি তাঁর কলমে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে তা ভাষায় প্রকাশ করতে হয়। মঙ্গলময় ভেবে যাকে আহ্বান করা হয়, মুখোশ উন্মোচন করে সে যখন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তখনই আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠি। কিন্তু তখন তো নিরুপায়। এই অবস্থাটিই এই কাব্যগ্রন্থের পরতে পরতে নিহিত। দ্বিধাহীন মনে বলা যায়, বহুদিন পর এমন একটি বই বাংলা কাব্যগ্রন্থের আসরে এসে হাজির হল। কে না জানে দুঃখ

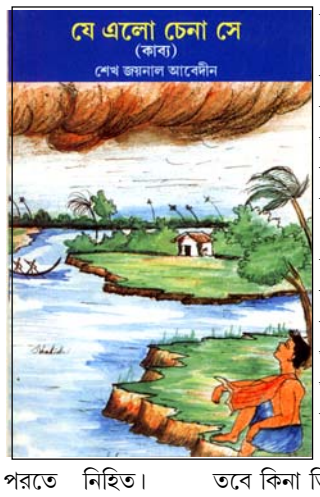

নিংড়ে বেরিয়ে আসা চোখের জল ঝরে পড়ে মাটিতে। মাটিতে দাঁড়িয়ে মাটিতেই অশ্রুবর্ষণ। নিজের হাতের তালুতে নিজেই দাঁড়িয়ে পড়া যেন। যেন সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের অবয়বই দর্শন। স্বীকার করতেই হয় মানুষের জীবনের অজস্র সুখ-দুঃখের অন্তরগাথা গাঁথা হয়েছে 'যে এলো চেনা সে' কাব্যগ্রন্থে।

তবে কিনা তিনটি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যা বলা খুবই দরকার বলে মনে হচ্ছে। এক—পাতা ওল্টালেই যখন কাব্য দেখতে পাচ্ছি তখন প্রচ্ছদে গ্রন্থের নামের নিচে বন্ধনীর মধ্যে 'কাব্য' কথাটা লেখার প্রয়োজন হয় কি?

দুই— মাত্র চারটি কবিতা ছাড়া বাকি ছত্রিশটি কবিতা ছয় অথবা চার লাইনের। লাইন নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই, শুধু বলতে চাইছি, ছন্দের জগতে এরা যেন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আছে। কোনও বৈচিত্র্য নেই।

তিন — কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন 'সাপের ছোবল / বাঘের থাবা / করছে যারা প্রতিহত'। বলি কি, কে না জানে, পৃথিবীর তাবৎ কবি প্রতিনিয়ত সাপের ছোবল আর বাঘের থাবা প্রতিহত করে চলেছেন! শেখ জয়নাল আবেদীনও বাদ যাননি!

সেখ সাহীদুল আবেদীনের আঁকা প্রচ্ছদ গ্রন্থটির বিষয়ের সঙ্গে খুবই মানান সই। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

যে এল চেনা সে : শেখ জয়লাল আবেদীন, প্রকাশক : শাহিদা খাতুন, খাঁহার, ছোট বৈনান, বর্ধমান। দাম - ৩৫ টাকা।

সারদাকাণ্ড

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

মৎস্যকন্যা এসেছিল শৃঙ্গার বিভঙ্গে,
চুম্বন ইশারা হেনে অপাঙ্গে।
প্রতিশ্রুতি ছিলো নিবিড় আলিঙ্গন,
অন্তহীন প্রগাঢ় ভালবাসার।

পুলকিত বিভ্রান্ত, পরাজিত রিপু
ঝাঁপিয়েছিল সাগরের অতলতলে,
অমৃতভাণ্ডের সন্ধানে,
স্বচ্ছনীল জলে।

মৎস্যকন্যার ছদ্মবেশে স্টিং-রে
অপেক্ষায় ছিলো।
কলিজা এফোঁড়-ওফোঁড় করে
ভালবাসার প্রতিদানে দিলো
তারবারিসম লেজের ঝটকা।
স্বচ্ছ নীল জল পালটে গেল ক্রমে,
ঘোলাটে রক্তিম কর্দমে।

রিক্সা চাপার রিস্ক

শিবানন্দ পাল

বর্ধমান স্টেশন। ভোর পাঁচটা। হাওড়া থেকে একটি মেন লাইন লোকাল ট্রেন এসে থামলো। সকাল বেলা দিনগত পাপক্ষয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গতর খাটিয়ে যাঁরা রোজগার করেন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার তাড়ায় দৌড়াচ্ছেন সকলে। একজন প্রবীণ কোনও রকমে ধীরে ধীরে সিঁড়ির রেলিং বেয়ে উপরে উঠছেন। তাঁকে ধরে রেখেছেন সহধর্মিণী। পিছনে একটি ব্যাগ নিয়ে তাঁকে ধরে আছেন কন্যাসমা এক তরুণী। ডেলিপাষণ্ডদের ভিড় কমলে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ যেমন ওভারব্রিজের উপরে উঠেছিলেন সেভাবেই ধীরে ধীরে অবরোহন করলেন। স্টেশন থেকে বহির্গমন মুখে তাঁকে ছেঁকে ধরলেন পাঁচ-ছ'জন রিক্সাওয়ালা।

—দাদু, দিদিমাকে নিয়ে কোথায় যাবেন?

দাদু বিশেষ কথাবার্তা পছন্দ করেন কিনা বোঝার আগেই বসে পড়লেন। সিঁড়ি ভাঙার শ্রম তাঁর ন্যুব্জ দেহ সইতে পারেনি তাই! স্ত্রীর মুখে অস্বস্তি ফুটে উঠলো।

রিক্সাওয়ালাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তাদের কেউ জিজ্ঞেস করলো, হাসপাতালে যাবেন দাদু? কেমরী না শরণ্যা?

তরুণী গলা বাড়িয়ে বললো, বড়নীলপুর।

সঙ্গে সঙ্গে একজন বলল একশো টাকা ভাড়া লাগবে! দু'জন!

—কোথায় নামবেন?

—বটতলা।

বৃদ্ধ তখনও মাথা নিচু উবু হয়ে বসে। হাঁপাচ্ছেন। মাথা তুললেন এবং বললেন, বড়মেয়ের বাড়ি রাস্তার উপরেই, কত নেবে ঠিক করে বলো!

একজন জানতে চাইলো ক'জন যাবেন!

বৃদ্ধ আঙুলে 'ভি' দেখান। অর্ধাঙ্গিনী মুখে বললেন, আমরা দু'জন মাত্র।

পাঁচ-ছ'জনের দলের একজন স্যাঙাৎ গোছের লোকটি কাউকে নির্দেশ দিল—এই, দাদু-দিদিমাকে পৌঁছে দিবি যা!

কমবয়সী এক ছোকরা এগিয়ে এল—চলুন আমার সঙ্গে।

স্যাঙাৎ বলল—একেবারে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিবি!

কন্যাসমা তরুণী এবার দাদু'র কাছে বিদায় নিল—মেসোমশাই আসি।

বোঝা গেল মেয়েটি ওদের কেউ নয়। প্রবীণের ওই দশা দেখে সহযোগিতায় পাশে দাঁড়িয়েছিল।

—একশো টাকা দিতে পারবো না বাপু আশি টাকা নেবে! বলতে বলতে বৃদ্ধকে রিক্সায় তুলে মহিলা পাশে বসলেন।

দলটি নানা মন্তব্যের পসরা সাজিয়ে স্যাঙাতের পিছনে পিছনে আবার ফুট ব্রিজের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো।

রিক্সাওয়ালাদের দলটির কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন আর এক সহযাত্রী। তিনি বললেন, দেখলেন!

—হ্যাঁ, তাও তো কমই চেয়েছে!

—আরে তিনকোনিয়া বাসস্ট্যাণ্ড উঠে যাওয়ার আগে কী দেখেছিলাম জানেন?

জানতে চাইলাম—কী?

বাস ধরবো বলে পাঞ্জাবীদের গুরুদ্বারের সামনে চায়ের স্টলে চা খাচ্ছি। সকাল ৬টা হবে। একজন সৈনিক চা-ওয়ালার কাছে পাঁচশো টাকা ভাঙানি চাইলো! এত সকালে চা-ওয়ালার কাছে ভাঙানি, তাও পাঁচশো টাকা! লক্ষ করলাম—একশো টাকা করে পাঁচটি যখন গুনছে, সৈনিকটি বলল, দুটো পঞ্চাশ দিলে ভালো হয়! আমাকে রিক্সা ভাড়া দিতে হবে! —এই, রিক্সাওয়ালা—বলে সৈনিকটি রিক্সাওয়ালাকে ডাকল!

চা-ওয়ালা টাকা দিতে গিয়ে থমকে জানতে চাইলো, আপনি কোথা থেকে আসছেন? কী নিয়ে আসছেন?

সৈনিক বলল, স্টেশন থেকে।

—কত ভাড়া?

—পাঁচশো বলেছিল, সাড়ে চারশোতে রাজি হয়েছে!

চাওয়ালা ওই রিক্সাওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে লেগে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। জানা গেল স্টেশন থেকে বহুপথ ঘুরিয়ে স্টেশন সংলগ্ন গুরুদ্বারায় এসে পৌঁছেছে রিক্সাওয়ালা। পি সি মিত্র লেন থেকে এক দল রিক্সাওয়ালা, সকালের চা পানকারীরা এবং কিছু উটকো লোক—সব নিয়ে নরক গুলজার হল।

—এখন তো বাসস্ট্যাণ্ড বর্ধমান শহরে এমাথা ওমাথায় দুলছে—দু'বার উদ্বোধন হয়েছে, রয়েছে তৃতীয় উদ্বোধনের অপেক্ষায়। রিক্সাওয়ালাদের পোয়াবারো! কী বলেন?

—ট্রেনের সময় হয়ে গেছে! 'পরে কথা হবে।'

বলে রিক্সা নিলাম!

জল ও বিদ্যুতের উন্নততর পরিষেবার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৬ জুন : দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নগর প্রশাসনিক ভবনে, হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি আইই টি ইউ)-এর পক্ষ থেকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও ইস্পাতনগরীতে জল ও বিদ্যুতের উন্নত পরিষেবার দাবিতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইস্পাত শ্রমিকদের সাথে ইস্পাতনগরীর বহু সাধারণ মানুষও এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ করা হলেও, জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবার যথাযথ আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ করা হয়নি। কারখানার উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি এবং ইস্পাতনগরীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও পুরনো বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেনি। সার্ভিস বিভাগের দক্ষ স্থায়ী শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের পর কর্তৃপক্ষ সেই জায়গায় আউটসোর্সিং করে ঠিকাদারদের মারফৎ কাজ করানোর জন্য, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ অবহেলিত হচ্ছে। এরফলে, গত ৮ জুন কারখানার এম আর এস বিভাগে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার নিদারুন ব্যাঘাত ঘটে। দুই থেকে আড়াই কোটি টাকার যন্ত্রপাতি পুড়ে যায়। কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয় ও প্রায় ১৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

শ্রমিকদের যৌথ প্রয়াসে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার মুখে, তবুও জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যবস্থার স্থায়ী ও যথাযথ সমাধানের জন্য, আজকের সমাবেশ থেকে দাবি জানানো হয়। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নগর প্রশাসনিক আধিকারিক এস পি পাঁধি-র কাছে শ্রমিকনেতা ললিত মিশ্রের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। অবিলম্বে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, বাল্ক সাপ্লাই -এ ৩৩ কেভি ইয়ার্ড নির্মাণ, পুরনো কেবল লাইনের পরিবর্তন সহ দামোদর নদের ক্যাচমেন্ট এরিয়া থেকে শুরু করে জলের ট্যাঙ্কগুলি পর্যন্ত জল সরবরাহ ব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টে পুরোদস্তর আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানানো হয়েছে। বিক্ষোভসমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশ্বরূপ ব্যানার্জী ও ললিত মিশ্র। সভাপতিত্ব করেন অজিত মুখার্জী।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অফিস চত্বরে তৃণমূল কর্মচারী সংগঠনের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ জুন : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল সংগঠন বিক্ষোভ সমাবেশ করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিরুদ্ধে। আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপাচার্যের আসা-যাওয়ার মূল গেটে তালা লাগিয়ে তারা বিক্ষোভে শামিল হয়। তাদের দাবি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত অফিস কর্মীর পোষ্যদের অবিলম্বে চাকরি দিতে হবে। উপাচার্য স্বেচ্ছাচারিতা করে পোষ্যদের চাকরি না দিয়ে তাদের বঞ্চিত করছেন। তাদের অভিযোগ উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিতে গেলে তা নেওয়া হয়নি।

পুলিশবাহিনী সন্ধ্যার সময় হাজির হয়ে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দিয়ে উপাচার্যকে উদ্ধার করে বাংলোয় পৌঁছাতে সাহায্য করে। উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকার জানান, সরকারি নীতি অনুসারেই তিনি কাজ করছেন এবং করবেন। তাঁর অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মী উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন।

পাটুলী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারের দাবিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৮ জুন : ২০১২-র মার্চ থেকে পাটুলী গ্রামীণ হাসপাতালে কোনো ডাক্তার নেই। অবিলম্বে স্থায়ী ডাক্তার, পর্যাপ্ত ওষুধ, নার্স ও অন্যান্য কর্মীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ পাঁচদফা দাবিতে স্থানীয় বিডিওকে একটি স্মারকলিপি তুলে দেয় স্থানীয় সি পি আই(এম)। বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) নেতা বিনকাসেম সেখ, দয়াল ঘোষ, ফকরউদ্দিন মণ্ডল ও তনয়েন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হবিবর রহমানের স্মরণসভা কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ জুন : হুমকি, খুন-সন্ত্রাস, মিথ্যা মামলা মোকাবিলা করে কীভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে হয়, তার শিক্ষা নিতে হয় প্রয়াত হবিবর রহমানের মতো মানুষের জীবন থেকে। কারণ তাঁরা সত্তর দশকের আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের মধ্যেই দৃঢ় ভাবে সংগঠন গড়ে তুলেছেন। সি পি আই(এম)-এর কালনা-১ দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে ১৮ জুন পিয়ারীনগরে অনুষ্ঠিত প্রয়াত হবিবর রহমানের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন বীরেন ঘোষ, সুকুল শিকদার, খগেন রায় প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন করুণা বিশ্বাস। গত ১৪ মে প্রয়াত হবিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে স্মরণসভা শুরু হয়। মালা দেন তাঁর নিকট আত্মীয় সহ বিভিন্ন স্তরের পার্টি নেতৃত্ব।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি কৃষ্ণা দাস (ঘোষ), স্বামী অপূর্ব ঘোষ, অরবিন্দপল্লী, বর্ধমান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৭ জুন, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, বিবাহের পূর্বে আমার নাম ও ঠিকানা ছিল কৃষ্ণা দাস, পিতা প্রয়াত সন্যাসীচরণ দাস, গ্রাম, পোঃ ও থানা - গলসি, বর্ধমান। বিবাহের সূত্রে আমার পদবী দাস হইতে ঘোষ-এ পরিবর্তিত হয়। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র কৃষ্ণা দাস(ঘোষ), স্বামী অপূর্ব ঘোষ নামে পরিচিত হলাম। কৃষ্ণা দাস (ঘোষ) এবং কৃষ্ণা দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

●I, Chironjit Mondal, S/o- Bidyut Mondal, Vill & P.O. - Sehera, Layeka Bazar, Burdwan by an affidavit before the Executive Magistrate, Burdwan on 20th June, 2014 hereby declare that orginal name of my son is Joyjit Mondal which had enormously written in his birth certificate as Priyantan Mondal. By this affidavit my son is known as Joyjit Mondal every-where. Jayjit Mondal & Priyantan Mondal is same & one indentical person.

By Courtsy
S. K. Banerjee
Burdwan

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ব্রাজিলে, দক্ষিণ আমেরিকা; ২। ব্রাজিলউড নামে গাছের নামানুসারে, লাল রঙের এক ধরনের মূল্যবান গাছের রসকে বলা হয় ব্রাজিল, ব্রাজিলিয়া, লুসিয়ো কস্তা, পুরো শহরটি একটি বিমানের আকারে তৈরি, শহরের চারপাস কৃত্রিম লেক দিয়ে তৈরি; ৩। আমাজন, পারানা, গুয়াইরা, নেগ্রো (কালোজল), সোলিমোস, মাদেরা, জারুয়া, সাও ফ্রান্সিসকো; ৪। কফি, আখ, সায়াবিন, কাসাভা, কমলালেবু, পেঁপে, তুলো, তামাক, ভুট্টা; ৫। পিগ আইরণ, স্টিল ইংগট, বক্সাইট, নায়োবিয়াম (দুষ্প্রাপ্য ধাতু), ইস্পাত, সিমেন্ট কাগজ শিল্প; ৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র, ৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫; ন্যাশনাল কংগ্রেস, রিয়েল; ৭। খ্রিস্টান (বোসান ক্যাথলিক); ৮। পর্তুগীজ, (৯) পিকো ডা নেবলিনা (৯,৮৮৮ ফুট); ১০। বিরলজাতের কচ্ছপ পাডোসনেমিস, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি; ১১। সোনালী প্যারাকিট, চিতাবাঘ, ক্যাটেলিয়া অর্চিড, কপুয়াকু; ১২। ৪র্থ বিশ্বকাপ (১৯৫০ সাল) ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২, (৫ বার বিশ্বকাপ জয় করে)।

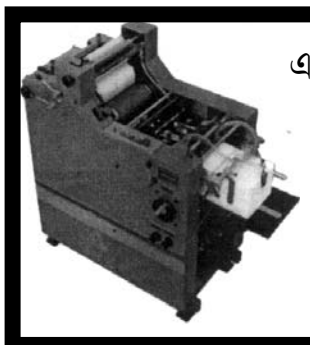
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
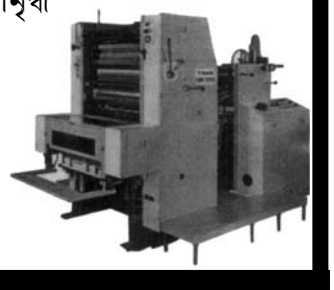
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা